ক্রমিক নং-৫

মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ

ফারজানা ইয়াছমিন (ঋতু)

একাদশ শ্রেনী, রোল ঃ ১৮৬

বিভাগ - বিজ্ঞান, শাখা- 'খ'

আগামী ২০৩১ সালের ময়মনসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই

একটি আপতবাক্য আমরা সবাই জানি- 'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' শিক্ষার মূল লক্ষ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব ও অন্তর্লোকের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে তাকে আলোকিত করে তোলা। কিন্তু সমাজ ও যুগের চাহিদা অনুসারে শিক্ষার মান উন্নত না হলে এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই সমকালীন সমাজ ও মানুষের চাহিদার দিকে লড়্গ রেখে শিক্ষার মনোন্নয়ন অত্যাবশ্যক ফল সম্ভব নয়। আর শিক্ষার মনোন্নয়ন করতে হলে প্রথমেই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অমূল সংস্কার সাধন করতে হবে। আর এজনই প্রয়োজন একটি মান উন্নত শিক্ষা নগরী। অথ্যাৎ তেমনই একটি শিক্ষা নগর হচ্ছে ময়মনসিংহ শহর। আর তাই ময়মনসিংহ কে বলা হয় শিক্ষা নগরী। কারণ আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশে ময়মনসিংহের শিক্ষা ব্যবস্থা সবচেয়ে উন্নত। এখানে যেমন রয়েছে সুদক্ষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেমনি রয়েছে বিদ্যানুরাগী ছাত্র-ছাত্রী। আর তাই বিগত কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে ময়মনসিংহের এসএসসি ও এইচএসসি এবং অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল ক্রমে ক্রমে উন্নতির দিকে ধাবমান হচ্ছে। এ ব্যপারে বাংলাদেশ সরকারও সন্তোষজনক বক্তব্য রেখেছেন। আর এসবের মূল কারণ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের চেষ্টা, আগ্রহ ও পরিশ্রম এবং মেধা। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রাসারনশীল হলেও শিক্ষার মান ক্রমাবনতিশীল। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশের মানুষ আশা করেছিলেন যে, দেশে একটি সুষ্ঠু ও যুযোপযোগী শিক্ষানীতি চালু হবে এবং তার আলোকে সমৃদ্ধ জাতি গঠন সম্ভব হবে। কিন্তু স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৬ বছর পরও নানা কারণে কোটি কোটি মানুষের সে আশা প্রত্যাশা আজো পূরণ হয়নি। শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির ফলে সামাজিক উন্নয়নে গতি সঞ্চার হচ্ছে না। বর্তমানে একদিকে শিক্ষার হার বাড়ছে, অন্যদিকে নেমে যাচ্ছে শিক্ষার মান। বিষয়টি সত্যি অস্বস্তিকর। কিন্তু এসব দিক উপেক্ষা না করে এবং সকল অপ্রত্যাসিত সত্য ভেদ করে দূর্দান্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ময়মনসিংহ শহরে তেমনভাবে রাজনীতি স্পর্শ করতে পারে নি। আর এসব কথা বিবেচনা করে ময়মনসিংহকে করে তুলতে হবে সুশৃঙ্খল নগরী। আর এজন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগীতা। অর্থ্যাৎ সকল জ্ঞানী গুনী লোকদের চেষ্ঠা ও আগ্রহ। আর এভাবেই গড়ে উঠবে সুন্দর সুশ্রী ময়মনসিংহ। অর্থ্যাৎ আমরা আগামী বছর গুলোতে ময়মনসিংহ শহরকে সকল দিক দিয়ে উন্নত দেখতে চাই। অত্রএব আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে আমরা ময়মনসিংহকে দেখতে চাই অমূল পরিবর্তনশীল নগরী।

যোগাযোগ ব্যবস্থা বা 'কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক' একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পথে মূল চালিকা শক্তি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক ও যথোপযুক্ত না হলে যেমন দেশের সাধারন মানুষ চলাফেরার স্বাধীনতা ও স্বস্তি বোধ করতে পারে না, তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও উত্তম যোগাযোগ নেটওয়ার্কের অভাবে হয়ে পড়ে স্থাবির। সে কারণে দেশের আধুনিকায়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ময়মনসিংহের সকল কিছু উন্নত করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ময়মনসিংহের যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন একটা উন্নত নয়। এর প্রধান কারণ হল অনুন্নত রাস্তাঘাট। আর এর পেছনে রয়েছে অপ্রসস্ত রাস্তা এবং কম সংখ্যক রাস্তা ঘাট। এতে দুইটি গাড়ি ময়মনসিংহের রাস্তা দিয়ে একসাথে চলাচল করতে পারে না। আর তাই দেখা দেয় গাড়ির ব্যাপক সমস্যা। এত ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যানজট সমস্যা। এসব কারনে নষ্ট হচ্ছে ব্যাপক সময়। আর এসব যানযট এ পড়ে থাকার চেয়ে হেঁটে গেলেই সুবিধা বেমি হয়, যদিও সময় বেশি লাগে। সুতরাং মানুষ এখন বেশির ভাগ সময়ই পায়ে হেঁটে একস্থান থেকে অন্য স্থানে এবং দূর থেকে দূরান্তরে যায়। এর ফলে মানুষ শারীরিক ভাবে যেমন বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে, তেমনি অপচয় হয় পর্যাপ্ত সময়। যদিও মধ্যযুগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাটের অনেক উন্নতি ঘটেছে। তবুও ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থার চাহিদা ব্যাপক। আমাদের সরকার আমাদেরকে স্বপ্ন দেখাচ্ছে যে আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ পরিণত হবে। কিন্তু রাস্তা -ঘাটের তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। আর রাস্তা-ঘাট ব্যতিত কোন দেশ তথা জেলার উন্নয়ন কোন ভাবেই সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নেও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক ভূমিকা ও রয়েছে। তাই ২০৩১ সালের মধ্যে আমরা রাস্তা-ঘাট দেখতে চাই প্রসার এবং রাস্তা ঘাটের পরিমাণ ও দেখতে চাই অনেক। এতে করে আমরা পারবনা যানজট সমস্যায় অপেক্ষা করতে হবে না ঘন্টায় ঘন্টায় বিভিন্ন যায়গায় যাওয়ার জন্য। এতে আমাদের সময় বাঁচবে অনেক। আর এসময় টুকুর মধ্যে আমাদের এই দেশের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাস্তা ঘাটেরও য়েমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন জল যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন। কারণ জল যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা মালামাল এক যায়গা থেকে অন্য যায়গায় পারা-পারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন হয়। এতে যেমন ভাড়া কম লাগে তেমনি মালামাল পার করা যয় অনেক। কারণ জলযোগো আর তো যানযট থাকে না। তাই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ সাধিত হয়। এতে বৈদিশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নয়ন হয়। এতে আমরা অনেক বৈদিশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। আর তাই ২০৩১ সালের মধ্যে আমাদের ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদীতে বেশ কয়েকটা বৈদিশিক জাহাজ ও ট্রলার চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। আর এতে আমরা আশা করতেছি যে, এভাবে প্রচুর বৈদেশিক

মুদ্রা অর্জন করে আমাদের দেশ তথা ময়মনসিংহ জেলার ব্যাপক উন্নয়ন করতে পারব এবং রাস্তা-ঘাটে যানজটের সমস্যার কমবে বহুলাংশে। এছাড়া আমাদের ময়মনসিংহ শহরে নগরে কোন বিমান বন্দর নেই, আর এই কারণে দূরে কোথাও অথবা দেশের বাইরেযেতে হলে আমাদেরকে ঢাকার বিমান বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়। এতে সময়ও নষ্ট হয় অনেক। কারণ ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় যাওয়ার সময় পরতে হয় নানা যানযটে। এতে শরীরে নেমে আসে ক্ল্যান্তি। যাওয়ার মণমানসিকতা পাল্টে যাওয়ার সাথে সাথে অনেক পার্সপোর্ট ও বাতিল হয়ে যায়। এতে নষ্ট হয় হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা। এত অনেক দরিদ্র পরিবার ও নিঃশেষ হয়ে যায়। সুতরাং ময়মনসিংহ শহরকে উন্নয়ন করে তুলার জন্য ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহে একটা বিমান বন্দর স্থাপন করা উচিত।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। আর এসব ফসলের বেশির ভাগই ফলে শিক্ষা নগরী ময়মনসিংহে। আর তাই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এর প্রায়াস ও উদ্যোগ বৃদ্ধি পাওয়া আবশ্যক। কেননা আধুনিক কালে কেবল কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের সামগ্রিক অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব নয়।বস্তুত, শিল্প প্রতিষ্ঠনি স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, বিপণন, কাঁচামাল সংগ্রহ, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি বিষয় একটি সচল নেটওয়ার্কের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়। আর তা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি স্বাধনের পাশাপাশি ময়মনসিংহে কলকারখানা ও ময়মনসিংহ শহরের এলাকা বৃদ্ধি করা। এতে করে ময়মনসিংহের বিশাল দরিদ্র ও মধ্যে বিত্ত অন্যান্য শ্যেণীর মানুষকে কাজের জন্য ঢাকায় গিয়ে ভিড় জমাতে হবে না। এসব সকল সুবিধা দিয়ে যদি ময়মনসিংহকে বিভাগ বানানো হয় তাহলে ময়মনসিংহের লোকদের যেমন উন্নতি হবে। ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দাদেরও এতে উন্নতি কম হবে না। কারণ ঢাকায় লোক সংখ্যা কর্মসংস্থানের জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপক হারে।এতে বাসস্তানও তৈরি করতে হচ্ছে অনেক এবং গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে ব্যাপক হারে ফলে কার্বন ডাই অক্সসাইড এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বরফ গলে হিমালয় থেকে পানি ঝর্ণার মাধ্যমে বাংলাদেশকে তলিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর এতে ময়মনসিংহ তথা সারা বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যেতে পারে অচিরেই। আর তাই ব্যাপক ধ্বংসের হার থেকে রক্ষা করার জন্য গাছপালা কাটা বন্দ করতে হবে এবং ঢাকা শহরের ঘনত্ব কমাতে হবে। তাছাড়া কোন ভাবেই সম্ভব নয়। তাই আমরা ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে বিভাগ রূপে দেখতে চাই। এতে আমাদের তথা ময়মনসিংহ শহর বাসীদের লেখাপড়ার উন্নয়নেরপাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও হবে ব্যাপক। তাই আমাদের বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ ময়মনসিংহকে যেন বিভাগ বানিয়ে দেওয়া হয়। এতে করে ময়মনসিংহ হয়ে উঠবে সমৃদ্ধশালী নগরী। যার ফলে আমরা পার সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা। এতে বাংলাদেশ তথা ময়মনসিংহ ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে এবং বাংলাদেশ পুরোপুরি ডিজিটাল বাংলাদেশ পরিণত হবে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সাথে কর্ম জীবনের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রয়ে গেছে। যদিও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্দেশ্যে ইতোপূর্বে 'স্যাভলার কমিশন; 'কদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশন' বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন; কাজী জাফর বাতেন কমিশন এবং মজিদ খানের শিক্ষানীতি ইত্যাদি কমিশন গঠন করা হয়। তারপরও এক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ শিক্ষা ব্যবস্থা যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার পরিবর্তে কেরানি তৈরি করে মাত্র। অর্থাৎ এ অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শুরু ডিগ্রীদেয়, কাজদেয় না, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে না। আর তাই ময়মনসিংহের অঞ্চলআর বিস্তৃত করে যদি কলকারখানার পরিমাণ ও আর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মসংস্থান সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে দেশের যুব সমাজকে কাজে লাগাতে পারলেই দেশের সার্বিক উন্নতি সাধন হবে। দেশ উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হবে এবং দেশের আর কোন লোক সংখ্যা বেকার থাকবে না। এতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যেমন উন্নতি হবে সামাজিকও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উন্নতি হবে অনেক। কারন বেকারত্বের এই অভিশাপ সত্যিকার অর্থেই দেশের শক্তির অপচয়। তাই আমরা আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে বেকারত্বহীন দেখতে চাই।

'চক্ষু থাকিতে অন্ধ সাহারা আলোকের দুনিয়ায়

সিন্ধু সেচিয়া বিষ পায় তারা, অমৃত নাহি পায়।

নিরক্ষরতা একটি নারকীয় অভিশাপ। বিদ্যাহীন ব্যক্তি চোখ থাকতেও অন্ধ। আর জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান। শিক্ষা মানুষকে সত্তিকার মানুস রূপে গড়ে উঠতে সাহায্যে করে। কিন্তু আজকাল উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে একমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই। কারন লেখাপড়া আজকাল ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে। কারন শিক্ষকেরা স্কুল কলেজে ভালভাবে শিক্ষা দিতে চায় না প্রাইভেটের আশায় আর যাদের টাকা আছে তারাই এসব শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট ডড়ে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এতে দরিদ্রতা পিছে পড়ে আছে

বহুলাংশে। কারন তারা লেখা পড়ায় টাকার ব্যবসা করতে পাছেনা, আর এসব কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল কলেজে যাওয়ার হার কমে যাচ্ছে। এতে যে খুব একটা শিক্ষকদের দোষদেওয়া যায় তা নয়। কারণ আমাদের দেশের স্কুল কলেজের শিক্ষকদের বেতন খুবই নঘন্য। তাই তাদের সংসার চালাতে গিয়ে হিমসিম অবস্থায় পড়ে গিয়ে বাধ্য হয় প্রাইভেট পড়াতে। আর এসব নেশার কারনে তার প্রাইভেটে ও ক্লাসে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি করে লেখা পড়ার মাঝে। সুতরাং লেখাপড়া আজকাল টাকার খেলায় পরিণত হয়েছে। তাই আপাতত শিক্ষা নগরী ময়মনসিংহকে এই অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ এই প্রাইভেটের ব্যবস্থা বন্ধ করে বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষকের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া। সুতরাং বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ ২০৩১ সালের আগেই বাংলাদেশের শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং যাতে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের তথা ময়মনসিংহ হের কোন স্থানে প্রাইভেট প্রথা না থাকে। সুতরাং ২০৩১ সালে আমরা ময়মনসিংহ নগরীকে প্রাইভেট মুক্ত করে সুশ্রী দেখতে চাই।

দিনে দিনে জন সংখ্যা সমস্যা যে পরিস্তিতির সৃষ্টি করছে, তা সমাধানের কোন নির্ভরযোগ্য উদ্যেগ বাংলাদেশে গৃহিত হয়নি। তাই বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্বই আজ জনসংখা সমস্যার শিকার। তাই বিশ্ব মানবতার কল্যাণে জাতি সংঘের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্যেগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও জনসংখ্যা সমস্যার ভয়াবহতা উপলব্ধি করছে। আর এসব সমস্য বেশি লক্ষ করা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। তাই এ লক্ষ্যে সমগ্র দেশে পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। সুতরাং এ সমস্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে জন্মনিরোধক বস্তু সামগ্রী বিলিবন্টনের সুষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধে সারা দেশে ৪১ হাজারেরও বেশি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাঠকর্মী নিয়োজিত রয়েছে। অশিক্ষিত লোকদেরকে শিক্ষিত রে তোলার জন্য বেশি বেশি স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে বিনামূল্যে লেখা পড়া করার জন্য। আর এসব কর্মীদের দ্বারা (স্বাস্থকর্মী) বুঝাতে হবে যে,

'সুখ দিয়াছেন যিনি

আহার দিবেন তিনি

এই তত্ত্ব কথা সত্য হলে

শান্তি যাবে রসাতলে।'

অর্থ্যাৎ আগামী ২০৩১ সালে ময়মনসিংহকে ডিজিটাল রুপে দেখতে।

সপ্তমত, যৌতুক প্রথা ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে নিষিদ্ধ এটা জাগ্রত করা

অষ্টমত, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ।

নবমত, যৌতুক প্রথার শিকার নারীর পক্ষে আইনী সহায়তা প্রদান

দশমত, দেশব্যাপী যৌতুক বেরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা।

শিক্ষা ও সন্ত্রাস কখনো সমার্থক নয়। অথচ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন যেন সন্ত্রাসের অঙ্গন। শিক্ষাথীর মধুর কলকাকলির পরিবর্তে ক্যাম্পাস মুখরিত হয়ে উঠে। অস্ত্রের ঝনঝানানি আর ককটেল বোমার আওয়াজে। সন্ত্রস ঘুন পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে আমাদের পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে। মানুষ গড়ার এই পবিত্র অঙ্গন পরিণত হয়েছে সন্ত্রাসের সূতিকাগারে। সন্ত্রাসের ছোবলে শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষার সুস্থধারা আজ আর নেই। এক শ্রেণীর নীতি বিবর্জিত অসৎ ছাত্র আপন মতবাদ ও ইচ্ছার প্রচার-প্রসারে দেশের প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি প্রদর্শন করে শক্তির মহড়ায় লিপ্ত। ফলে শিক্ষার পরিবেশ হচ্ছে কলুষিত, কোমল মতি শিক্ষার্থী তথা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধাররা হচ্ছে বিপদগামী। এর ফলে গোটা জাতি ধীরে ধীরে মেধাশূণ্য হয়ে পরেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. আলী আশরাফ হোসেন বলেছেন, "Violence in the educational

campus is a great threat to the peaceful" চাইলে দিনে জনসংখ্যার প্রসার উপরে বর্ণিত মাধ্যম গুলো জোরালো করনের মাধ্যমে কমাতে হবে।

আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে আমরা ময়মনসিংহ নগরীকে যৌতুক প্রথা মুক্ত দেখতে চাই। কারণ যৌতুক একটি ঘৃণ্য ও অভিশাপ প্রথা। সমাজের লোভী ও হৃদয়হীন মানসিকতার অধিকারী পুরুষেরা এ প্রথার উদ্বাবক ও উত্তরাধিকারী। এপ্রথার আইনগত কোন স্বীকৃতি না থাকলেও এটি সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। যৌতুক প্রথা আসলে নারী নির্যাতনেরই এক বীভৎস রূপ। যুগ যুগ ধরে এ প্রথার নির্মম শিকার নারী জাতি। স্বামী-সংসারের সুখ-স্বপ্ন নিয়ে তারা স্বামী গৃহে পদার্পণ করে, কিন্তু যৌতুক প্রথার বিষয়ে অচিরেই তাদের সে স্বপ্ন পর্যাবসিত হয় দুঃস্বপ্নের অনধকারে। তাই আমাদের বাংলাদেশ সরকারের উচিত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো কার্যকর করা।

প্রথমত, যৌতুকবিরোধী আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন।

দ্বিতীয়ত, যৌতুক গ্রহণের বিরুদ্ধে গণসচেতনার সৃষ্টি।

তৃতীয়ত, যৌতুক দেয়া ও নেওয়ার মধ্যে জনসাধারনের শপথ গ্রহণ।

চতুর্থত, নারীকে শিক্ষিত করা এবং জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহণ।

পঞ্চমত, নারীর গৃহগত শ্রমকে মূল্যায়ন করা।

ষষ্ঠত, নারী ও পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠত।

` Iducational environment' সুতরাং, সন্ত্রাস আমাদের দেশের একটি ব্যাপক অভিশাপ সরূপ। তাই আমরা আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ শহরকে সন্ত্রস মুক্ত দেখতে চাই। আর এজন্য সরকারের যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সেগুলোর হল রাজনৈতিক লেজুরবৃত্তি পরিহার, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক দৃঢ়ীকরণ, শিক্ষক অভিববাবক মত বিনিময়, বেকার সমস্যা নিরসন, সন্ত্রাসীদের বিচার নিশ্চিত করণ, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা ইত্যাদি।

Some are born great,

Some achieve greatness and

Some have greatness thrust

Upon them.' [William Shakespear]

সকল বার্বিক দিক বিবেচনা করে আমাদের সরকারের কাছে আমাদের এই অনুরোধ ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহ নগরীকে সোনার মত করে গড়ে তুলা। কারণ সকল কিছু প্রথমে বিখ্যাত থাকে না। বিশাল এই খ্যাতনামা অর্জন করে নিতে হয়। আর এর পেছনে প্রয়োজন সরকার তথা সকলের সার্বিক সহযোগীতা।